প্রথম অধ্যায়

দর্শনের ধারণা
[Concept of Philosophy]

পাঠ্যসূচি	Syllabus
(ক) দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি। (খ) দর্শনের মূল শাখাসমূহ—জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সমাজদর্শন, তর্কবিদ্যা।	(a) Nature of Philosophy. (b) Main branches of Philosophy—Epistemology, Metaphysics, Ethics, Social Philosophy, Logic.

1.1 দর্শনের প্রারম্ভিক ধারণা (Preliminary Concept of Philosophy)

যে-কোনো শাস্ত্র পাঠের শুরুতেই যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসে, তা হল—বিষয়টি ঠিক কী? একইভাবে দর্শন পাঠের শুরুতেও যে প্রশ্নটি মনে জাগে, তা হল—দর্শন কী? (What is philosophy?) এই প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু মোটেই সহজ নয়। আজ পর্যন্ত দর্শনের কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। প্রত্যেকটি শাস্ত্রেরই একটি নির্দিষ্ট আলোচনার বিষয় থাকে বলেই সেই বিষয়টি বা শাস্ত্রটির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু দর্শনের কোনো নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় নেই বলে, তার সংজ্ঞা নিরূপণ করাও অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোনো মিল দেখা যায় না বলেই, তাঁদের দেওয়া সংজ্ঞায় কোনো সর্বজনীনতা নেই। অনেক ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কিছু মিল দেখা গেলেও, অমিলও প্রচুর। সুতরাং দর্শন কী, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের দর্শন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটির বিশ্লেষণ করা দরকার।

1.1.1 'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological Meaning of 'Darshana')

ভারতীয় চিন্তাধারায় দর্শন শব্দটির উৎস হল 'দৃশ্' ধাতু। দৃশ্ ধাতুর সঙ্গে অনট্ প্রত্যয় যোগ করে দর্শন শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। দৃশ্ ধাতুর অর্থ হল দেখা। এই 'দেখা' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল চর্মচক্ষুতে দেখা। সাধারণ অর্থে তাই দর্শন বলতে মূলত চোখের দেখাকেই বোঝায়। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে এই দেখা শব্দটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। একটি ব্যাপক অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে **দেখার** অর্থ হল উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি হল সত্যের উপলব্ধি বা তত্ত্বের উপলব্ধি। সেকারণেই বলা যায় যে, দর্শন-এর অর্থ হল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সত্যদর্শন বা তত্ত্বদর্শন। এর জন্য চোখের দেখার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হল সত্য বা তত্ত্বের উপলব্ধি।

1.1.2 'Philosophy' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological Meaning of 'Philosophy')

Philosophy এই ইংরেজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। একটি হল *Philos* এবং অপরটি হল *Sophia*। *Philos* শব্দটির অর্থ হল Love বা অনুরাগ এবং *Sophia* শব্দটির অর্থ হল Knowledge বা জ্ঞান। সুতরাং শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগই হল Philosophy বা দর্শন। আর যাঁদের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁরাই হলেন দার্শনিক (Philosopher)।

1.1.3 ব্যুৎপত্তিগত পার্থক্য সত্ত্বেও শব্দদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত (Inspite of Etymological Differences, These Two Terms Refer to Same Meaning)

দর্শন ও Philosophy-শব্দদুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই শব্দদুটি কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণভাবে সমর্থক নয়। অর্থাৎ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিচারে ভারতীয়রা যাকে দর্শন রূপে অভিহিত করেন, তার

প্রতিশব্দ হিসেবে পাশ্চাত্তের চিন্তাধারা প্রসূত Philosophy শব্দটি আসে না। কারণ, ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বের উপলব্ধির বিষয়টি কখনোই পাশ্চাত্তের Philosophy-র ধারণায় আসে না। এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে, আলোচনার বিষয়বস্তু, আলোচনার পদ্ধতি এবং মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে দর্শন ও philosophy-র প্রভাবে সাদৃশ্য বা মিল লক্ষ্য করেই আমরা দর্শন শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে philosophy শব্দটিকে গ্রহণ করে থাকি।

1.1.4 দর্শনচিন্তার উৎস (Origin of Philosopical Thoughts)

আমরা যে জগতে বাস করি, সেই জগৎ বৈচিত্র্যে পূর্ণ। এই বৈচিত্র্যময় জগতে বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই। মানুষ যেদিন সভ্যতার প্রথম স্পর্শ লাভ করে, সেদিন থেকেই তার মন অনন্ত বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জগতের বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যাবলি তার মনে জাগায় গভীর বিস্ময়বোধ। এই বিস্ময়বোধই মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে অনন্ত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার বা সত্যের সন্ধানের মধ্য দিয়েই শুরু হয় দার্শনিক চিন্তন। প্লেটোকে অনুসরণ করে তাই বলা যায়—বিস্ময়ই হল দর্শনের জনক।

দার্শনিক জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে ওঠা প্রশ্নাবলি

বিস্ময় থেকে যে সমস্ত জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়, সেই সমস্ত জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত প্রশ্ন মানুষের মনে জেগে ওঠে, সেগুলি হল—আমি কে? আমি কার দ্বারা সৃষ্ট? এই জগতে আমার অস্তিত্ব কী? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমার জীবনের শেষই বা কোথায়? জগতের বা আমার কি কোনো নিয়ন্ত্রণকর্তা আছে? যদি থাকেও, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্পর্ক কী? এই জগতের বাইরে পরাজগৎ বলে কোনো কিছু আদৌ আছে, না নেই? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? ইত্যাদি নানা ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার বা সত্যের সন্ধানের প্রচেষ্টা চলেছে অনাদি-অনন্ত কাল ধরে এবং আজও এই খোঁজের বিরাম নেই। এভাবেই শুরু হয়েছে দর্শনচিন্তার।

প্রতিটি মানুষের দার্শনিক অনুভূতি

সৃষ্টির আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। সীমাহীন আকাশ, অনন্ত বাতাস, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দিন ও রাত্রির পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ব্যাবহারিক জীবনযুদ্ধের বাস্তব রূপ—সবকিছুই মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে এই সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা ও বিষয়বস্তু থেকে কিছু ধারণার সৃষ্টি করে এবং সেগুলির উত্তর পেতে চায়। বিস্ময়ে অভিভূত হয় না, এমন কোনো মানুষ কি আদৌ আছে? বিস্ময় থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর পেতে চায় না, এমন কোনো মানুষের অস্তিত্বও কি সম্ভব? উত্তর একটাই—না। সুতরাং দাবি করা যায় যে, প্রত্যেকটি মানুষই জন্মসূত্রে দার্শনিক (Man is a born Philosopher)।

1.2 দর্শনের প্রকৃতি বা স্বরূপ (Nature of Philosophy)

দর্শনের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে অনেক তির্যক মন্তব্য শোনা যায়।

1. **স্বরূপ সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য:** কখনও বলা হয়, দর্শন হল এক সারবত্তাহীন বিষয়। এর কোনো সত্যিকারের বিষয়বস্তুই নেই, আর যার কোনো বিষয়বস্তু নেই, তার কোনো প্রয়োজনও নেই। আবার অনেকে ঠাট্টা করে বলেন—দর্শনের অনুসন্ধান যেন কোনো ঘন অন্ধকার ঘরে কালো বিড়ালের অনুসন্ধান। অর্থাৎ দর্শন হল অবাস্তব ও অসম্ভব কোনো কিছু।

2. **ভ্রান্তি দূরীকরণ:** জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, দর্শন সম্পর্কে ওপরের মন্তব্যগুলি হল মূলত অজ্ঞতাপ্রসূত। যাঁরা এসব কথা বলেন তাঁরা সম্ভবত ভুলে যান যে, আমাদের জানার আগ্রহ হল অনন্ত অসীম এবং জানার এই আগ্রহকে কখনোই উপেক্ষা করা যায় না। মানুষ এই সমস্ত অজানা বিষয়কে জানার জন্য বিভিন্ন রকম পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

3. **অজানাকে সঠিকভাবে জানা:** শাস্ত্র হিসেবে দর্শনের উদ্দেশ্যই হল অজানা বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে জেনে নেওয়া এবং তারই সাহায্যে জীবনের দিক নির্ণয় করা। কোনো কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ করার অর্থই হল অজ্ঞতা বা মূর্খামি। একইভাবে কোনো কিছুকে নির্বিচারে বর্জন করাও অবিবেচনাপূর্ণ কাজ। অজানা বিষয়কে তাই

নির্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন না করে, তাকে সঠিকভাবে বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে জেনে নিয়ে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

4. **সত্যদর্শন বা যথার্থ উপলব্ধি:** দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতিই হল সত্যদর্শনের তথা যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে কোনো কিছুকে সঠিকভাবে জানা। দর্শন তাই আমাদের মন থেকে সমস্তপ্রকার অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতাকে দূর ক'রে সত্যের আলোকে তাকে উদ্ভাসিত করে। এই উন্মুক্ত মনের বিশ্লেষণী ক্ষমতার মাধ্যমে আমাদের সমস্তপ্রকার অজ্ঞতা দূর হলেই আমরা সঠিক পথে চালিত হতে পারি।

5. **যথার্থ জ্ঞানের অনুসন্ধান:** সাধারণ মানুষ, যাঁরা বিভিন্ন রকম অজ্ঞতাপ্রসূত সংকীর্ণ ধ্যানধারণা পোষণ করেন, তাঁদের মনে বিভিন্ন রকম সন্দেহের উদ্ভব হয়। এরূপ সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান সাধারণ মানুষ কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। দর্শনের কাজই হল এই সমস্ত ধ্যানধারণার বিচারবিশ্লেষণ করে, সংশয়াতীত সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষকে সাহায্য করা। অর্থাৎ, যথাযথ জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই হল দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ।

1.2.1 দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি (Outlook of Philosophy)

আমাদের সাধারণ আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি হল দেশ ও কালের সীমায় সীমায়িত। কারণ, সাধারণত আমরা সেই সমস্ত বিষয়েরই অনুসন্ধান করতে চাই, যেগুলি দেশ অথবা কালের সীমায় আবদ্ধ। সাধারণভাবে এই দেশ ও কালের গণ্ডির বাইরে আমরা এক পা-ও এগোতে পারি না। সাধারণ আলোচনায় তাই দেশকালে সীমাবদ্ধ বিষয়গুলিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করা হয়। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিষয়গুলিকে উল্লেখ করা যায়।

1. **দেশ ও কালের অতীত:** দর্শনের আলোচনা কখনোই দেশ ও কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। সাধারণ চিন্তা বা আলোচনা সব সময়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু দার্শনিক আলোচনা কখনোই এ ধরনের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত নয়। এই আলোচনা দেশকালের অতীত তথা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির অতীত।

2. **সমষ্টিগত কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি:** দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সমষ্টিগত কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গিই হল দর্শনের আলোচনার বা চর্চার বিষয়। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণচেতনাই হল দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। মানুষ মানুষকে পণ্য করে যে চেতনার বশবর্তী হয়ে, সেই চেতনা কখনোই দার্শনিক চেতনারূপে গণ্য হতে পারে না। মানুষ মানুষের জন্য—এরূপ কল্যাণময় সার্বিক চেতনাই হল দার্শনিক চেতনা।

3. **জীবনের প্রকৃত অস্তিত্ব অনুসন্ধান:** চিন্তাশীল জীব হিসেবে মানুষ শুধু প্রাণধারণের, দিনযাপনের মন্ত্র নিয়েই বেঁচে থাকতে চায় না। মানুষ চায় তার চেতনাকে সংকীর্ণতার অন্ধগলি থেকে বের করে এনে সত্যের রাজপথে চালিত করতে। মানুষ তাই শুধুমাত্র খেয়ে-পরে বেঁচে থেকেই তৃপ্ত নয়, সে চায় জীবনের প্রকৃত অস্তিত্বকে খুঁজে পেতে, জীবনের চরম সার্থকতাকে অধিগত করতে।

4. **মোক্ষলাভের পথপ্রদর্শক:** আর্থসামাজিক পরিবেশের উর্ধ্বে উঠে মানুষ তার জীবনের চরমতম অর্থকে খুঁজে পেতে চায়। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের এরূপ অভিব্যক্তিই মানুষকে করে তুলেছে মহান। মানুষের এরূপ মহানুভবতাই তাকে সংকীর্ণতার আবর্তে আবর্তিত হতে দেয়নি। অদম্য প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগের ফলে মানুষ বৃহত্তর জগতের সীমানায় পাড়ি দিয়েছে, জীবনসমুদ্র মন্থন করে অমৃতরূপী মোক্ষলাভ করার চেষ্টা করে চলছে। মানুষের এই মহাযাত্রায় দর্শনই তার পদপ্রদর্শক। দর্শনকে তাই বলা হয় জীবন ও অভিজ্ঞতার সমালোচনা (criticism of life and experience)। মানুষের চিন্তাশীল সত্তার তাই অনিবার্য অভিব্যক্তি হল দর্শন, যা এক উদার দৃষ্টিভঙ্গিকেই সূচিত করে।

1.2.2 দর্শনের ব্যাবহারিক দিক (Applied Aspects of Philosophy)

দর্শনের ব্যাবহারিক দিক সম্পর্কে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে। বলা যেতে পারে যে, দর্শনের কোনো ব্যাবহারিক প্রয়োগ-ক্ষেত্র নেই। এ প্রসঙ্গে কিন্তু বলা যায় যে, দর্শন শুধুমাত্র খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মন্ত্র বা উপায় আমাদের শেখায় না। মানুষ তার ব্যাবহারিক দিককে স্বীকার করেও জাগতিক বিষয়ের বাইরে বৃহত্তর কিছুকে পেতে চায় ও তার ব্যাখ্যা করতে চায়। এই ব্যাপক বিষয়ের মাধ্যমে সে তার প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পেতে চায়। মানুষের জীবনে দুটি দিক আছে—

যার একটি হল তার ব্যাবহারিক দিক, আর অন্যটি হল তার পারমার্থিক দিক। এই উভয়দিক মোটেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। বরং উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক।

1. **মানবজীবনের ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক দিক:** মানুষের জীবনে এই দুটি দিকেরই প্রয়োজন আছে। মানুষ শুধুমাত্র তার ব্যাবহারিক দিক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কারণ, মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষা হল অদম্য। সে তার ব্যাবহারিক জীবনের বাইরের বিষয় সম্পর্কেও জানতে চায় এবং সেগুলিকে চিনতে চায়। অর্থাৎ মানুষ তার পারমার্থিক দিকেরও অনুসন্ধানে আগ্রহী।

2. **যে-কোনো একদিকের জ্ঞান হল অসম্পূর্ণ:** জীবনের এই দুটি দিকের যে-কোনো একটির জ্ঞান হল মুদ্রার একপিঠের জ্ঞানের সমতুল। মুদ্রার উভয়পিঠের জ্ঞান লাভ করলে তবেই বলা যায় যে, মুদ্রাটি সম্পর্কে আমাদের যথাযথ ও পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে। একইভাবে উল্লেখ করা যায় যে, জীবনের উভয়দিকের মধ্যে যে-কোনো একদিকের জ্ঞান হল আমাদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত এক অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত জ্ঞান।

3. **পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য উভয় দিকের জ্ঞান প্রয়োজন:** জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করতে হলে জীবনের ব্যাবহারিক দিকের জ্ঞান যেমন প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন, তেমনি পারমার্থিক দিকের জ্ঞানও বিশেষভাবে কাম্য। বিজ্ঞান শুধুমাত্র জীবনের ব্যাবহারিক দিকের জ্ঞানেরই পন্থা নিরূপণ করে, পারমার্থিক ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু দর্শন এই উভয় দিকের জ্ঞানই প্রদান করে। দর্শন মানবজীবনের ব্যাবহারিক বা প্রয়োগগতদিক এবং পরমার্থিক বা আত্মিক উভয় দিকের উপর আলোকপাত করে। জীবনের এই উভয়দিক মোটেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তারা পরস্পরের পরিপূরক। এই উভয় দিক সম্পর্কে এক সামগ্রিক আলোচনা করে দর্শন।

4. **দৈনন্দিন ব্যাবহারিক প্রয়োজন থেকেই দর্শনের উদ্ভব:** উল্লেখ করা যায় যে, মানুষের জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন থেকেই দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে। দর্শন মানুষের অবসর বিনোদনের উপায় বা ক্ষেত্র নয়, দর্শন হল জীবন ও জগতের এক অভিনব মূল্যায়ন। সত্যের আলোকে সঠিক পথের দিশারি হল দর্শন। দর্শন তাই আমাদের জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। জীবন ও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা, জীবনের প্রকৃত অর্থকে খুঁজে পাওয়া, জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করা এবং সেগুলিকে উপলব্ধি করা, জীবনের প্রকৃত অর্থ ও মূল্যকে যথাযথভাবে নির্ধারণ করাই হল দর্শনের মৌল প্রকৃতি। প্রখ্যাত দার্শনিক পেরী (Perry)-কে অনুসরণ করে তাই বলা যায় যে, *দর্শন আকস্মিক কিছু নয়, অলৌকিক কিছু নয় বরং অনিবার্য ও স্বাভাবিক (Philosophy is neither accidental nor supernatural, but inevitable and normal)*।

5. **ব্যাবহারিক জীবনে দর্শনের প্রতিফলন:** আমরা উল্লেখ করেছি যে, দর্শন হল আমাদের জীবন ও জগতের সামগ্রিক উপলব্ধি। সুতরাং আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে দর্শনের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। দর্শন বিজ্ঞানলব্ধ সত্যসমূহকে স্বীকার করার ফলে, জগতের বস্তুসমূহের অবভাসিত রূপের জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়েছে। সে কারণেই আমাদের জীবন ও জগতের ব্যাবহারিক দিককে দর্শন কখনোই অস্বীকার করে না। আবার দর্শন জীবনের পারমার্থিক দিকের আলোচনা করে, তাকে আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। দর্শন জীবন ও জগতের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করে, সেগুলিকে আমাদের ব্যাবহারিক জীবনধারায় একাত্ম করতে চায়।

1.2.3 দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত (Some Important Views regarding the Nature of Philosophy)

দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা গঠন করতে হলে, এসম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের অভিমত পর্যালোচনা করা দরকার। দর্শনের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয় বলেই এরূপ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। দর্শনের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমতগুলি হল নিম্নরূপ—

প্লেটোর অভিমত

প্লেটোর মতে, দর্শনের অর্থ হল সত্যের প্রতি অনুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা। এই জ্ঞান আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কোনো খণ্ড বিশেষের জ্ঞান নয়, তা এক সার্বিক জ্ঞান। এই জ্ঞান হল